আমলাতন্ত্র (Bureaucracy)

ইউনিট ১১

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কার্যে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত কর্মচারীরা হল শাসন বিভাগের অ-রাজনৈতিক অংশ। তাঁরা রাষ্ট্রকৃত্যক বা রাষ্ট্রভৃত্যক (Civil Servent) নামে পরিচিত। আদর্শ, দেশপ্রেম, কর্তব্য নিষ্ঠা ও জনসেবার মাধ্যমে আমলারা জনগণের বন্ধুত্বে পরিণত হতে পারেন। এই ইউনিটে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমলাতন্ত্রের কার্যাবলি, আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা এবং আমলাতন্ত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১১.১ ঃ আমলাতন্ত্রের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য পাঠ-১১.২ ঃ আমলাতন্ত্রের কার্যাবলি পাঠ-১১.৩ ঃ আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা ও সুশাসন	পাঠ-১১.৪ ঃ বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের অতিবিকাশ পাঠ-১১.৫ ঃ আমলাতন্ত্রে লালফিতার দৌরাত্ম্য

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

পাঠ-১১.১ আমলাতন্ত্রের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য (Concept and Characteristics of Bureaucracy)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আমলাতন্ত্রের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	আমলাতন্ত্র, জাতীয় রাষ্ট্র, দপ্তর সরকার, পদসোপান, লালফিতার দৌরাত্ম্য, পেশাদারিত্ব।

আমলাতন্ত্রের ধারণা

বর্তমান অর্থে "আমলাতন্ত্র" শব্দটির ব্যবহার না থাকলেও, প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন রাষ্ট্র ব্যবস্থাতে আমলাতন্ত্রের উপস্থিতির অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। আজ থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের সুমেরিয় সভ্যতাতেও এক ধরনের আমলাতন্ত্রের উপস্থিতির নজির পাওয়া গেছে। প্রাচীন মিসরীয়, চীন ও রোমান সভ্যতাতেও আমলাতন্ত্র প্রচলিত ছিল। আধুনিক জাতি রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিকাশের সময় থেকে বিশেষত অষ্টাদশ শতাব্দি থেকে বর্তমানে আমরা যে অর্থে আমলাতন্ত্র বুঝে থাকি তার বিকাশ শুরু হয়। উনিশ শতাব্দী নাগাদ ইউরোপিয় দেশগুলোর রাষ্ট্র

পরিচালনায় আমলাতন্ত্র বড় ভূমিকা নিতে শুরু করে। আমলাতন্ত্র বস্তুতঃ আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের স্থায়ী বা অরাজনৈতিক অংশই আমলাতন্ত্র বা সিভিল সার্ভিস (Civil Service) নাম পরিচিতি। গণতন্ত্রে নীতি নির্ধারণ করেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সেই নীতি বাস্তবায়ন করেন আমলারা বা প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। রাষ্ট্রপ্রধান ও মন্ত্রিসভার নিচে শাসন বিভাগের যে সকল স্থায়ী কর্মচারী থাকেন তাদের আমলা বলা হয়।

আমলাতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Bureaucracy'। ইংরেজি 'Bureaucrary' শব্দটি এসেছে ফরাসি থেকে। ফরাসিতে শব্দটি এসেছে ফরাসি 'Bureau' এবং গ্রিক 'Kratos' শব্দের সমন্বয়ে। 'Bureau' শব্দের অর্থ ডেস্ক বা অফিস এবং 'Kratos' শব্দের অর্থ শাসন বা রাজনৈতিক ক্ষমতা। সুতরাং আমলাতন্ত্রের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে `Desk government' বা 'দাপ্তরিক সরকার'। আক্ষরিক অর্থে আমলাতন্ত্র বলতে বুঝায় আমলা বা প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের শাসন। বাস্তবে আমলারা পরস্পর সুশৃঙ্খলভাবে সংযুক্ত এবং রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করেন। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার সর্বপ্রথম 'Legal and rational Model' এর মাধ্যমে আমলাতন্ত্রকে উপস্থাপন করেন। ম্যাক্স ওয়েবারকে বলা হয় আদর্শ আমলাতন্ত্রের উদ্ভাবক। ম্যাক্স ওয়েবার ছাড়াও অনেক পন্ডিত আমলাতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

জন ফিফনার ও রবার্ট প্রেসথাস বলেন, "আমলাতন্ত্র হচ্ছে বিভিন্ন ব্যক্তি ও তাদের কর্মকান্ডকে এমন এক পদ্ধতিতে সংগঠিত করা যা সুসংহতভাবে গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হয়।"

অধ্যাপক এস ই ফাইনার বলেন, "আমলাতন্ত্র একটি স্থায়ী, বেতনভুক্ত এবং দক্ষ চাকরিজীবী শ্রেণি।"

গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ড ও জি পাওয়েল এর মতে, "আমলাতন্ত্র বলতে একটি ব্যাপক সংগঠনকে বুঝায়, যার মাধ্যমে শাসকবর্গ নিজেদের সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার চেষ্টা করেন।"

পরিশেষে বলা যায়, আমলাতন্ত্র হচ্ছে স্থায়ী, বেতনভুক্ত, নিরপেক্ষ, দক্ষ ও পেশাদারী সংগঠন যার দ্বারা সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়।

আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

আধুনিক সরকার ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র একটি অপরিহার্য সংগঠন। নিম্নে আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হল:

১। পদ সোপাননীতি: আমলাতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পদসোপাননীতি। পদ সোপাননীতি অনুসারে বিভিন্ন পদের শ্রেণিবিন্যাস ও সংগঠন করা হয়। এ নীতি অনুসারে প্রত্যেক কর্মকর্তার উপর একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা থাকেন। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশ অধস্তন কর্মকর্তা পালন করে থাকেন।

২। স্থায়িত্ব: আমলাতন্ত্র হচ্ছে একটি স্থায়ী ব্যবস্থা। আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের কর্মচারীগণ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে কর্মে বহাল থাকেন। সরকার পরিবর্তন বা পতন হলেও আমলাদের পতন হয় না। এ জন্য আমলারা প্রশাসনের স্থায়ী অংশ।

৩। সুনির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র: আমলাদের কর্মক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। তারা তাদের কাজের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহি করে থাকেন।

৪। পেশাদারি ও বেতনভুক্ত: আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের কর্মকর্তারা পেশাদারি হয়ে থাকেন এবং যোগ্যতা ও পদমর্যাদা অনুসারে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেতন ভাতা পেয়ে থাকেন।

৫। নিয়োগ ও পদোন্নতি: মেধার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে আমলাদের নিয়োগ দেওয়া হয়। কর্মে যোগদানের ভিত্তিতে, বয়স কিংবা একাডেমিক সাফল্যের ভিত্তিতে তাদের পদোন্নতি দেওয়া হয়।

৬। নিরপেক্ষতা: আমলাতন্ত্র হচ্ছে একটি নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা। দলীয় মনোভাব পরিত্যাগ করে জনগনের সেবা করাই তাদের দায়িত্ব। আমলারা দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে নিরপেক্ষভাবে সরকারি নীতি বাস্তবায়ন করে থাকে।

৭। আনুষ্ঠানিকতা: আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে আমলারা আনুষ্ঠানিকতা এবং দৈনন্দিন কাজের উপর গুরুত্বারোপ করে। তারা বিধি মোতাবেক যথাযথ নিয়মে সবকিছু করে থাকে। আমলাতন্ত্রে সকল কাজই হয় রুটিন মাফিক।

৮। দক্ষতা: আমলারা সাধারণত দক্ষ। একই ধরনের কাজ বার বার করার কারণে তাঁরা দক্ষতা অর্জন করে। এছাড়া তাঁদের জন্য সময়োপযোগী প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়।

৯। নিরবিচ্ছিন্নতা: আমলাগণ প্রশাসনিক কাজে নিরবিচ্ছিন্নতা বজায় রাখেন। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সরকার পরিবর্তন হলেও আমলাদের কাজের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। কোন আমলার পদ শূন্য হলে সেই পদে নতুন ব্যক্তিকে নিয়োগ দিয়ে কাজে গতিশীলতা রক্ষা করা হয়।

১০। লালফিতার দৌরাত্ম্য: লালফিতার দৌরাত্ম্য আমলাতন্ত্রের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে কঠোর নিয়মনীতির মাধ্যমে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা বোঝায়। এতে ফাইল বা নথি দীর্ঘসময় বন্দী হয়ে পড়ে। জনগণ স্বাভাবিক সময়ে সেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয় এবং কাজের গতিশীলতা কমে যায়।

পরিশেষে বলা যায়, আমলাতান্ত্রিক সংগঠন বহুমুখী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সরকারের নীতি ও কর্মসূচি দল নিরপেক্ষভাবে বাস্তবায়ন করাই আমলাদের মূল দায়িত্ব। প্রশাসনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আমলারা জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধন করে থাকেন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	আমলাতন্ত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

সার-সংক্ষেপ

আধুনিককালে আমলাতন্ত্র যেকোন রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার একটি অপরিহার্য উপাদান। সাধারণত আমলাতন্ত্র বলতে প্রশাসন ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক সংগঠনের সাথে যুক্ত স্থায়ী, বেতনভুক্ত দক্ষ ও পেশাদার কর্মকর্তাদের বুঝায়। আমলারা সরকারের নীতিসমূহ বাস্তবায়ন করে থাকে। আমলারা সরকারের স্থায়ী কর্মকর্তা যাদের মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়। আমলারা পদসোপান ভিত্তিক এবং রুটিন মাফিক কাজের পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতৃত্বকে আইন প্রণয়নে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আমলাতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ কি?
ক) Mobocracy খ) Bureaucracy
গ) Democracy ঘ) Theocracy

২। উৎপত্তিগত অর্থে আমলাতন্ত্রের অর্থ কি?
ক) Desk Government খ) Shadow Government
গ) Militauy Govenment ঘ) Permanent Govenment

৩। Bureau শব্দটি কোন ভাষার শব্দ?
ক) ইংরেজি খ) জার্মান
গ) ফরাসি ঘ) গ্রীক

৪। আদর্শ আমলাতন্ত্রের প্রবক্তা কে?
ক) পল এইচ অ্যাপলবি খ) অধ্যাপক এস ই ফাইনার
গ) ফিফনার ও প্রেসথাস ঘ) ম্যাক্স ওয়েবার

৫। "আমলাতন্ত্র একটি স্থায়ী, বেতনভুক্ত এবং দক্ষ চাকরিজীবী শ্রেণী।" – কে বলেছেন?
ক) ম্যাক্স ওয়েবার খ) অধ্যাপক এস ই ফাইনার
গ) গ্যাবিয়েল অ্যালমন্ড ঘ) স্যামুয়েল পি হান্টিংটন

৬। আমলাতন্ত্রে সমস্ত কাজ রুটিন মাফিক করা হয়। কারণ আমলাতন্ত্র গুরুত্ব দেয়–
i) আনুষ্ঠানিকতার উপর ii) কার্যপদ্ধতির উপর iii) বিধি-বিধানের উপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii
গ) i ও ii ঘ) i, iii ও iii

পাঠ-১১.২ আমলাতন্ত্রের কার্যাবলি (Functions of Bureaucracy)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আমলাতন্ত্রের কার্যাবলি আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	জনসেবা, প্রশিক্ষণ, নিরবচ্ছিন্নতা, নিয়মানুবর্তিতা, গণবিচ্ছিন্নতা।

আমলাতন্ত্রের কার্যাবলি

আধুনিক রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা ও কার্যাবলি অনস্বীকার্য। যেকোন ধরণের সরকারের নীতিমালা ও উদ্যোগের সাফল্য আমলাদের কাজের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। নিম্নে আমলাতন্ত্রের কার্যাবলি আলোচনা করা হল:

১। আইন কার্যকর করা: আমলারা শাসন বিভাগের সদস্য হওয়ায় আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইনকে কার্যকর করে। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

২। আইন প্রণয়নে সহায়তা: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমলারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আইন প্রণয়নে সহায়তা করে। আমলারা দক্ষ, অভিজ্ঞ, উচ্চশিক্ষিত হওয়ায় আইন প্রণয়নের খুঁটিনাটিতে পারদর্শী। প্রশাসনিক কর্মকর্তারা 'Delegated legislation' তথা অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন প্রণয়ন করেন।

৩। সরকারের নীতিমালা বাস্তবায়ন: সরকার যে সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করে থাকে আমলাতন্ত্র। আমলারা সরকারের আদেশ-নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করে। আমলাদের দ্বারা সরকারি নীতিমালার সঠিক বাস্তবায়নের উপর সরকারের সাফল্য ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভর করে।

৪। বিচার সংক্রান্ত: বাংলাদেশসহ অনেক রাষ্ট্রেই এখন বিচার সংক্রান্ত অনেক কাজ আমলারা করে থাকে। উদাহরনস্বরূপ, জমি ক্রয়-বিক্রয়ের রেজিস্ট্রেশন, ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ইত্যাদি বিচার কাজ আমলারাই করে থাকে। এছাড়া তারা বিচার বিভাগের যেকোন আদেশ-নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে থাকে।

৫। দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদন: আমলারা প্রশাসনের দৈনন্দিন কাজ রুটিন মাফিক সম্পাদন করে। দৈনন্দিন কাজকর্ম করার মাধ্যমে আমলারা দেশ ও জনগণের সেবা প্রদান করে। তারা বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। আমলারা দল ও রাজনীতি নিরপেক্ষভাবে তাদের দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদন করে। তাদের কর্মদক্ষতার উপর সরকারের সাফল্য নির্ভর করে।

৬। তথ্য পরিবেশন: আমলারা আইনসভার সদস্য ও মন্ত্রীদেরকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও পরিসংখ্যান সরবরাহ করে থাকে। রাষ্ট্র ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ন তথ্য সংগ্রহ, রক্ষণ এবং সমন্বয় করে আমলারা রাজনৈতিক নেতৃত্বের নিকট প্রকাশ করে। সরকার আমলাদের কাছ থেকে নির্ভরযোগ্য তথ্য লাভের ফলে সরকারের পক্ষে যেকোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়।

৭। আইনসভাকে প্রভাবিত করা: আইনসভার কার্যপ্রণালীর সাথে আমলাতন্ত্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত থেকে আইনসভাকে প্রভাবিত করেন। আইনসভার বিভিন্ন কমিটিগুলোকে আমলারা প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে থাকে। আইনসভার কমিটিগুলোর বিভিন্ন বৈঠকে আমলারা উপস্থিত থাকেন। এখানে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন-উত্তর পর্বের মাধ্যমে আইনসভার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে থাকেন আমলাগণ।

৮। শাসক-শাসিতের মধ্যে সেতুবন্ধন: আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে শাসক-শাসিতের মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে ওঠে। আমলাগণ সরকারের কার্যাবলির গুণাগুণ জনগণের সামনে তুলে ধরেন এবং তার মাধ্যমে সরকার জনগণের আশা-আকাঙ্খা পূরণ করেন।

৯। পেশাগত ও নৈতিক মূল্যবোধের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা: আমলাগণ পেশাগত ও নৈতিক মূল্যবোধের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে। একজন আমলার সিদ্ধান্ত যেমন ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ধারা প্রভাবিত হয় তেমনি পেশাগত মূল্যবোধ দ্বারা ও প্রভাবিত হয়। এই উভয় প্রকার মূল্যবোধের ভারসাম্য কেবলমাত্র আমলাতন্ত্রের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, আধুনিক রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্রের কার্যাবলির উপর সরকারের সাফল্য ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে। যার জন্য আধুনিক কল্যাণকর রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্রের কার্যাবলি ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	আমলাদের মূল কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

সার-সংক্ষেপ

আমলাতন্ত্র ছাড়া দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করা অসম্ভব। আমলাতন্ত্র রাষ্ট্রের নাগরিকের সার্বিক কল্যাণ সাধন করতে পারে। আমলাদের মাধ্যমেই সরকারি আইন ও নীতি কার্যকর করা হয়ে থাকে। আমলাদের দক্ষতা আইন প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আমলাদের মাধ্যমেই শাসন কার্যে ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। তবে একটি অসৎ অদক্ষ আমলাতন্ত্র যেকোন রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে প্রভূত পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সরকারের পরিবর্তন ঘটলেও কারা দায়িত্বে থেকে যান?
- ক) মন্ত্রীসভার সদস্যগণ
- খ) আইনসভার সদস্যগণ
- গ) আমলারা
- ঘ) রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ

২। সরকারের অ-রাজনৈতিক অংশ কোনটি?
- ক) আমলাগণ
- খ) মন্ত্রীবর্গ
- গ) সংসদ সদস্যবৃন্দ
- ঘ) নির্বাচকমন্ডলী

৩। সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে কে?
- ক) রাষ্ট্রপ্রধান
- খ) পরিকল্পনামন্ত্রী
- গ) প্রধানমন্ত্রী
- ঘ) আমলাগণ

৪। আমলাদের কাজ কী?
- ক) নীতি নির্ধারণ
- খ) নীতি বাস্তবায়ন
- গ) আইন প্রণয়ন
- ঘ) রাষ্ট্র পরিচালনা

পাঠ-১১.৩ আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা ও সুশাসন (Accountability of Bureaucracy and Good Governance)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা ও সুশাসন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	জবাবদিহিতা, সুশাসন, বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, নিরপেক্ষ প্রশাসন।

আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা ও সুশাসন

আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা বলতে বুঝায় অধ:স্তন কর্তৃক প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বরাবরে নিজ-নিজ কাজকর্মের কৈফিয়ত দেওয়া। প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পায়। নিম্নে আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা ও সুশাসন বাস্তবায়নের বিষয়গুলো আলোচনা করা হল:

১। আইনসভার মাধ্যমে জবাবদিহিতা: আমলাতন্ত্রকে আইনসভার মাধ্যমে জবাবদিহিতার মধ্যে এনে সুশাসন বাস্তবায়ন করা যায়। আইনসভার যে সকল সদস্য প্রশাসনের সাথে জড়িত তাদেরকে আইনসভায় বিভিন্ন প্রশ্ন-উত্তর পর্বের মাধ্যমে জবাবদিহি করতে হয়। এর মাধ্যমে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় এবং সুশাসন শক্তিশালী হয়।

২। প্রশাসনিক জবাবদিহিতা: আমলাতন্ত্রে প্রশাসনিক জবাবদিহিতার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করা যায়। প্রশাসনে পদক্রম অনুসারে অধঃস্তন কর্তৃপক্ষ তার কাজ-কর্মের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ী থাকেন। জনসেবার সাথে সম্পৃক্ত প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে তদারকি করেন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। এর মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধি পায় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩। বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ: আমলাতন্ত্রকে বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জবাবদিহিতার মধ্যে এনে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়। আমলাতন্ত্র আইন বিভাগ দ্বারা যেমন নিয়ন্ত্রিত তেমনি বিচার বিভাগ দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত। আমলাদের দ্বারা কোন ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের অধিকার ক্ষুন্ন হলে উক্ত ব্যক্তি বিচার বিভাগ বা আইনের আশ্রয়লাভ করতে পারেন। আদালত ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে সুশাসন বাস্তবায়ন করে।

৪। রাজনৈতিক জবাবদিহিতা: আমলাতন্ত্রকে রাজনৈতিক জবাবদিহিতার মধ্যে অন্তর্ভূক্তকরণের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়। আমলারা প্রকৃত পক্ষে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের আদেশ বাস্তবায়ন করে থাকে। রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ আমলাদের কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করলে প্রশাসনে স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

৫। নাগরিকদের মাধ্যমে জবাবদিহিতা: আমলাতন্ত্রকে নাগরিকদের মাধ্যমে জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে এসে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব। নাগরিকদেরকে বেশি সংখ্যক সরকারি কাজের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে আমলাতন্ত্রকে আরো বেশি জবাবদিহিতার মধ্যে নিয়ে আসা যাবে। সাধারণ জনগণ যত বেশি সরকারি কাজের সাথে সম্পৃক্ত হবে, আমলাতন্ত্র তত বেশি জবাবদিহিতায় বাধ্য হবে ফলে সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পাবে।

৬। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ: বিকেন্দ্রীকরনের মাধ্যমে আমলাতন্ত্রকে কেন্দ্র থেকে প্রান্তে পৌঁছে দিতে হবে। এর মাধ্যমে সরকারি কাজের দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস পাবে। জনগণ আরো বেশি আমলাদের কাছে আসার সুযোগ পাবে। জনগণের সমস্যার সমাধান দ্রুত হবে। জনগণের ক্ষোভ হ্রাস পেয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পাবে।

৭। নিরপেক্ষতা প্রমাণ: নিরপেক্ষ আমলাতন্ত্র সুশাসনের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন। আমলাদের নিরপেক্ষতা সুশাসনকে শক্তিশালী করে। প্রশাসনের জবাবদিহিতা আমলাদের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে।

৮। দুর্নীতি হ্রাস: রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম বড় বাধা দুর্নীতি। প্রশাসনিক জবাবদিহিতা সরকারি আমলাদের দুর্নীতি হ্রাস করতে পারে। দুর্নীতি হ্রাস পেলে কাজের স্থবিরতা দূর হবে এবং সুশাসন নিশ্চিত হবে।

পরিশেষে বলা যায়, আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা অত্যাবশ্যক। সুশাসন ব্যতীত রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণ সম্ভব নয়। আর আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা ব্যতীত সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা কিভাবে সুশাসন নিশ্চিত করতে সহায়ক হয় ব্যাখ্যা করুন।

সার-সংক্ষেপ

জবাবদিহিতা হল সুশাসনের চাবিকাঠি। সুশাসন নিশ্চিতকরণের জন্য সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারে জবাবদিহিতা। আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা, পেশাগত জবাবদিহিতা, আইনগত জবাবদিহিতা, রাজনৈতিক জবাবদিহিতা প্রভৃতি সুনিশ্চিত হলে দুর্বল ও ভঙ্গুর শাসন ব্যবস্থার লক্ষণগুলো পর্যায়ক্রমে দূরীভূত হবে। সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সে রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যাণ সাধন সুনিশ্চিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ কার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য?
ক) জনগণের নিকট খ) প্রধানমন্ত্রীর নিকট
গ) উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট ঘ) মন্ত্রীর নিকট

২। কোন নীতি অনুসারে আমলাতন্ত্রে বিভিন্ন পদের শ্রেণিবিন্যাস ও সংগঠন করা হয়?
ক) পদসোপান নীতি খ) দলীয় নীতি
গ) রাষ্ট্রীয় নীতি ঘ) রাষ্ট্রীয় মূলনীতি

৩। অনুন্নত বিশ্বে আমলারা নিজেদেরকে কী মনে করেন?
ক) জনগণের সেবক খ) জনগণের প্রভু
গ) জনগণের রক্ষক ঘ) জনগণের বন্ধু

৪। পেশাগত দায়িত্ব হিসেবে আমলাগণ বিভিন্ন কার্যক্রম পালন করেন। তাদের কাজকে কি হিসেবে মূল্যায়ন করা যায়?
ক) প্রভুত্ব করা খ) সরকারের ফরমায়েশ খাটা
গ) দলের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা ঘ) জনসেবা করা

পাঠ-১১.৪ বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের অতিবিকাশ
(Excessive Development of Bureaucracy in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের অতি বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	আমলাতন্ত্রের অতিবিকাশ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন।

বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের অতি বিকাশ

বিশ্বের অন্যান্য সকল দেশের ন্যায় বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রেরও বিকাশ হয়েছে। কিন্তু উপনিবেশিক ও সামরিক শাসনের কারণে বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের বিকাশ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সাধিত হয়নি। নিম্নে বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের অতি বিকাশের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

১। ঐতিহাসিক কারণ: বৃটিশ শাসনামলে ভারতবর্ষে আাধুনিক আমলাতন্ত্রের প্রচলন শুরু হয়। বৃটিশ শাসক গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থ হাসিল করার জন্য আমলাদের ব্যবহার করতেন। তখন রাজস্ব আদায় এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করাই ছিল আমলাদের প্রধান কাজ। আমলারা জনগনের উপর আধিপত্য বিস্তার করতেন এবং তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। উপনিবেশিক আমলারা জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতেন। পাকিস্তানী শাসনামলেও আমলারা নিজেদের জনগণের সেবক না ভেবে প্রভু মনে করতেন। বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র বৃটিশ এবং পাকিস্তানী আমলাতন্ত্রের উত্তরসূরী হিসেবে কাজ করছে।

২। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা: বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্য আমলারা অতিমাত্রায় প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। রাজনেতিক দলের মতানৈক্যের জন্য আমলারা জনগণের কাছ থেকে আরো দূরে সরে যায়। নিজেদের উচ্চ মর্যাদাবান ভাবার কারণে তারা জনগণের সেবক হতে পারেন নি।

৩। রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুর্বলতা: আমলারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধার ভিত্তিতে স্থায়ী ভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। আমলারা তাদের শিক্ষা, দক্ষতা, মেধা, অভিজ্ঞতা দ্বারা সরকারি কাজে পারদর্শী হয়ে উঠে। পক্ষান্তরে, রাজনৈতিক নেতৃত্বের একটি অংশের মধ্যে দলীয় কোন্দল, প্রশিক্ষণের অভাব ও অভিজ্ঞতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুবর্লতা ও নিজেদের পেশাগত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আমলারা অধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

৪। দুর্বল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বলতার কারণে আমলাতন্ত্র অতি বিকশিত হয়েছে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুর্বলতা, কোন্দল, দুর্বল নির্বাচন কমিশন, গণমাধ্যমের স্বাধীনতার অভাব, বিচার বিভাগের ক্ষমতা হ্রাস, দুর্বল দুর্নীতি দমন কমিশনের মত সমস্যার কারণে আমলাতন্ত্র অতিমাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে।

৫। প্রবেশগম্যতার অভাব: সরকার, প্রশাসন ও রাজনীতিতে জনগণের প্রবেশে (Accessibility) নানাবিধ বাধার কারণে আমলাতন্ত্র অনিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠে। বিশেষ করে সর্বজনীন ভোটারদের অংশগ্রহণমূলক অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন না হওয়া তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের অভাব এক্ষেত্রে বড় বাধা।

পরিশেষে বলা যায় যে, নানাবিধ ঐতিহাসিক কারণ থাকলেও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সুযোগেই বাংলাদেশের মত দেশগুলোতে আমলাতন্ত্রের অসম বিকাশ ঘটে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের অতিবিকাশের কারণ কি?

সার-সংক্ষেপ

আমলাতন্ত্র হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বাংলাদেশের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা বর্তমানে অতিমাত্রায় বিকাশমান। উপনিবেশিক সংস্কৃতির প্রভাব থাকার কারণে আমলাদের মধ্যে সেবার মন-মানসিকতার পরিবর্তে অনেক সময় প্রভুত্বসুলভ মানসিকতার প্রতিফলন ঘটছে। বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের অতিবিকাশের জন্য রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সুযোগ্য নেতৃত্বের সংকট ও রাজনৈতিক অসচেতনতা বিশেষভাবে দায়ী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে দলীয়করণের কারণে প্রশাসনে কী বৃদ্ধি পায়?
ক) পক্ষপাতিত্ব খ) রাজনীতি
গ) স্বজনপ্রীতি ঘ) বিশৃঙ্খলা

২। দল-নিরপেক্ষ সেবা প্রদানের অঙ্গীকার কে করে?
ক) সাংস্কৃতিক সংগঠন খ) সামাজিক সংগঠন
গ) আমলাতান্ত্রিক সংগঠন ঘ) নাগরিক সংগঠন

৩। আমলা প্রশাসন রাজনীতি নিরপেক্ষ সংগঠন; কারণ তারা–
ক) জনগণ হতে দূরে থাকে খ) সুশীল সমাজ থেকে দূরে থাকে
গ) দেশপ্রেমীদের কাছ থেকে দূরে থাকে ঘ) রাজনীতি হতে বিরত থাকে

পাঠ-১১.৫ আমলাতন্ত্রে লালফিতার দৌরাত্ম্য (Red Tapism in Bureaucracy)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আমলাতন্ত্রে লালফিতার দৌরাত্ম্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	লালফিতা, আদালত, কর্ম পরিকল্পনা, দীর্ঘসূত্রিতা, আনুষ্ঠানিক।

আমলাতন্ত্রে লালফিতার দৌরাত্ম্য

'লালফিতা' বলতে আমলাতন্ত্রের দীর্ঘসূত্রিতা ও সাবেকী আমলের নিয়ম-কানুনকে অন্ধভাবে অনুকরণ ও অনুসরণ করাকে বোঝায়। 'লালফিতা' প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রিটেনে প্রচলিত হয়। সে সময় দেশটিতে সরকারি অফিস-আদালতের সকল ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতা দ্বারা বেঁধে রাখা হত। পরবর্তীকালে আমলাতন্ত্রের দীর্ঘসূত্রিতা বোঝানোর জন্য লাল ফিতা রূপকটির ব্যবহার শুরু হয়।

এক পর্যায়ে এসে আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা নিয়ম-কানুনের বাড়াবাড়ি, বিলম্ব, হয়রানি ও বাড়াবাড়ি বুঝাতেও 'লালফিতার দৌরাত্ম্য' কথাটির প্রচলন শুরু হয়। উত্তর উপনিবেশিক দেশগুলোর আমলাতন্ত্রে 'লালফিতার দৌরাত্ম্য' খুব বেশি দেখা যায়। রাজনৈতিক নেতৃত্বের শৈথিল্যের সুযোগে আমলারা এসব দেশে বিশেষভাবে লালফিতা নির্ভর হয়ে উঠে । প্রশাসনের প্রচলিত নিয়ম নীতি ও বিধি-বিধানের অজুহাতে আমলারা প্রায়শ জনগণকে সেবাদানে বিলম্ব ঘটান। অনেক সময় মানবিক দিকটি উপেক্ষিত রেখে নিয়ম-কানুনের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকে প্রশাসন।

যে কোন সমস্যা বিধি-মোতাবেক সমাধান করতে গিয়ে প্রায়শ সময় নষ্ট হয়ে যায়। যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা পূর্ববর্তী নজিরের উপর বেশি গুরুত্বরোপ করেন। অফিসের দৈনন্দিন কর্ম পরিকল্পনা করেন সনাতন রীতি ও কর্মপদ্ধতির উপর ভিত্তি করে। এর ফলে আমলাতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ জনগণের সেবা প্রদান ব্যাহত হয়। অতিবেশি নিয়ম কানুনের কারণে জনগণ সরকারি অফিসে এসে এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে ছোটাছুটিতে বাধ্য হন। আবার আইন কানুনের জটিলতার জন্য আমলারা সময়মত কাজ সম্পন্ন করতে পারেন না। লালফিতার সুযোগে অনেক সময় আমলারা দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠতে পারেন। পদসোপান নীতির কারণেও আমলাতন্ত্রে কাজের বিলম্ব হয়ে থাকে। লালফিতার দৌরাত্ম্যে আমলাতন্ত্র জনবিচ্ছিন্ন ও অপ্রিয় হয়ে ওঠে। নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার আমলাতন্ত্রের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হলে, তাদের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়, এমনকি এ কারণে সরকারের পতন পর্যন্ত হতে পারে।

মোট কথা, আমলাতন্ত্রের লালফিতার দৌরাত্ম্য শব্দটি আমলাতন্ত্রের অহেতুক বাড়াবাড়ি, কড়াকড়ি, বিলম্ব, আনুষ্ঠানিকতা, হয়রানি ও নেতিবাচক অর্থে প্রচলিত।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	লাল ফিতার দৌরাত্ম্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

সার-সংক্ষেপ

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে শাসন বিভাগের অতিমাত্রায় ক্ষমতাবৃদ্ধি, উপনিবেশিক আমলের কর্ম-সংস্কৃতি চালু থাকা সহ নানা কারণে আমলাতন্ত্রের দৌরাত্ম প্রকট আকার ধারণ করে। আমলারা অভিজ্ঞ, দক্ষ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারদর্শী যার জন্য সাধারণ জনগণ আমলাতন্ত্রের উপর খুব বেশি নির্ভরশীল। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, আমলারা তাদের সেবার মনোভাব ভুলে গিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে। এর ফলে জনগণ, সরকার ও রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আমলাতন্ত্র তার আস্থা হারায় এবং সরকার জনবিচ্ছিন্ন ও অপ্রিয় হয়ে ওঠে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'লালফিতা' প্রত্যেয়টি কোন শতাব্দীতে প্রচলিত হয়?

ক) ষোড়শ খ) সপ্তদশ

গ) অষ্টাদশ ঘ) ঊনবিংশ

২। লালফিতা প্রত্যয়টি প্রথম কোন দেশে প্রচলন হয়?

ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খ) ফ্রান্স

গ) ব্রিটেন ঘ) ইতালি

৩। আমলাতন্ত্র সাধারণ জনগণের কাছে অপ্রিয় হয়ে ওঠে কেন?

i) লালফিতার দৌরাত্ম্যের জন্য ii) প্রভুসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য

iii) জবাবদিহিতার অনুপস্থিতির জন্য iv) জনবিচ্ছিন্নতার জন্য

নীচের কোনটি সঠিক

ক. i, ii খ. ii, iv

গ. i, ii, iv ঘ. i, ii, ও iii ও iv

৪। আমলাতন্ত্রের দৌরাত্ম্যের ফলে কী হয়?

i. জনগণ হয়রানি হয় ii. সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ঘটে iii. প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর দিন

জনগণকে সেবা প্রদান করাই আমলাতন্ত্রের দায়িত্ব। কিন্তু উত্তর-উপনিবেশিক দেশগুলোতে সেবা প্রদানে নিয়োজিত আমলাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম বিরাজমান।

১। সুশাসনের পথে আমলাতন্ত্র অন্তরায় কেন?

i. জবাবদিহিতার অভাব ii. নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতার অভাব iii. আমলাদের মধ্যে দুর্নীতির প্রভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২। প্রশাসনের দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে–

i. জনগণ সেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়

ii. জনগনের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়

iii. যোগ্য প্রশাসকরা সেবা প্রদানে নিরুৎসাহী হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দিন

সুব্রত বণিক একজন সৎ ও দক্ষ আমলা হিসেবে পরিচিত। তিনি নিজেকে জনগণের সেবক মনে করেন। তিনি প্রতিদিনের কাজ প্রতিদিন করেন এবং কোন ফাইল আটকে রাখেন না। তিনি দ্রুত সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে থাকেন।

৩। সুব্রত বণিক নিচের কোনটি হতে মুক্ত?

ক) লালফিতার দৌরাত্ম্য খ) জনপ্রতিনিধিদের সাথে দুর্ব্যবহার

গ) জনবিচ্ছিন্নতা ঘ) সব কয়টি

৪। সুব্রত বণিকের কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রে যে ধরনের প্রভাব ফেলবে–

i. দেশ উন্নত হবে

ii. সুশাসনের পথ প্রশস্ত হবে

iii. সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫নং ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন

তানভীর আহমেদ সরকারের একজন স্থায়ী বেতনভুক্ত চাকুরিজীবী। তিনি নিরপেক্ষভাবে প্রশাসন পরিচালনা করেন। তিনি অবৈধ প্রভাব বিস্তার করেন না এবং সৎভাবে জীবনযাপন করেন।

৫। তানভীর আহমেদ একজন–

ক) রাজনৈতিক নেতা খ) আমলা

গ) মন্ত্রী ঘ) সংসদ সদস্য

৬। তানভীর আহমেদ চাকরিতে পদোন্নতি পেতে পারেন যে কারণে–

i. দক্ষতার জন্য ii. প্রভাব বিস্তারের জন্য iii. সততার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭নং প্রশ্নের উত্তর দিন

শাকিল কবির একজন আমলা। তাঁর কাজ বহুমুখী । রাষ্ট্র ও সরকারের জটিল ও স্থায়ী কাজসমূহ তিনি সম্পাদন করে থাকেন।

৭। মি. শাকিল কবির এর কাজের অন্তর্ভুক্ত–

i. পরামর্শ সংক্রান্ত কাজ

ii. নীতি প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ

iii. শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন

১। শামীম আহম্মদ জেলা প্রশাসনের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা। দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনের বিষয়ে তিনি সবসময় ঐতিহ্য এবং নিয়মের দোহাই দিয়ে থাকেন। এর ফলে তাঁর অফিসে সেবা নিতে আসা মানুষ জন প্রায়শ সময় মত সেবা লাভে ব্যর্থ হয়।

(ক) আমলাতন্ত্র কী?
(খ) লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে কী বোঝায়?
(গ) শামীম আহম্মদের এরূপ মনোভাবের কারণ ব্যাখ্যা করুন।
(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত শামীম আহম্মদের মানসিকতা কিভাবে দূর করা যায়? মতামত দিন।

২। মাকসুদুর রহমান একজন আমলা। তিনি সৎ, দক্ষ ও কর্মঠ প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন। অন্যান্য আমলাদের মত তিনি নিজেকে জনগণের প্রভু না ভেবে সেবক মনে করেন। তার টেবিলে ফাইল পড়ে থাকে না। তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে থাকেন।

(ক) আমলাতন্ত্রের জনক কে?
(খ) আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য লিখুন।
(গ) উদ্দীপকে একজন আমলা হিসেবে মাকসুদুর রহমানের মধ্যে কী ধরনের কার্যপদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়? ব্যাখ্যা করুন।
(ঘ) উদ্দীপকের মাকসুদুর রহমানের মত সকল আমলা দায়িত্ব পালন করলে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। –বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.১ ঃ ১। খ ২। ক ৩। গ ৪। ঘ ৫। খ ৬। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.২ ঃ ১। গ ২। ক ৩। ঘ ৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৩ ঃ ১। গ ২। ক ৩। খ ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৪ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৫ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ঘ ৪। ঘ
চূড়ান্ত মূল্যায়ন ঃ১। ঘ ২। গ ৩। ঘ ৪। ঘ ৫। খ ৬। খ ৭। ক